পানি পরিক্রমা

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মুখপত্র

আগস্ট-সেপ্টেম্বর/২০১৯

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালন

আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে বক্তব্য রাখছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে এম আব্দুল মোমেন।

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক

গত ২৭ আগস্ট, ২০১৯ তারিখ রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় আয়োজিত হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে এম আব্দুল মোমেন। সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক ও উপমন্ত্রী একেএম এনামুল হক শামীম। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব কবির বিন আনোয়ার এর সভাপতিত্বে সভায় অন্যান্যের মধ্যে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক প্রকৌশলী মোঃ মাহফুজুর রহমান, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহের প্রধানগণসহ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় পররাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন, শোকাবহ ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস। ইতিহাসের বেদনাবিধুর ও বিভীষিকাময় এক দিন। ১৯৭৫ সালের এই দিনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। তার পরিবারের ছয় বছরের শিশু থেকে শুরু করে অন্তঃসত্ত্বা নারীও সেদিন ঘাতকের গুলি থেকে রেহাই পায়নি।

ওই হত্যাকান্ডকে স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে 'সবচেয়ে অশ্রুভেজা ও কলঙ্কময়' অধ্যায় হিসেবে বর্ণনা করে পররাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন, বাঙালি জাতি আজ গভীর শোক ও শ্রদ্ধায় তার শ্রেষ্ঠ সন্তানকে স্মরণ করছে। তিনি বলেন, জাতির পিতা যে সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন, আমাদের দায়িত্ব হবে সেই লক্ষ্যে কাজ করে জাতির পিতার স্বপ্ন পূরণ করা। তাহলেই তার বিদেহী আত্মা শান্তি পাবে।

সভায় পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে বলেন, যে নেতা একটি স্বাধীন ভূখন্ড দিয়েছেন, সে নেতাকে নৃশংসভাবে হত্যা করে বাংলাদেশের উন্নয়নকে দমিয়ে রাখতে চেয়েছিল ৭১ এর পরাজিত শক্তি; আজকের দিনে শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করে সকল অপশক্তির মোকাবেলা করতে হবে।

পানি সম্পদ উপমন্ত্রী তার বক্তৃতায় বলেন, বঙ্গবন্ধুর আদর্শ থেকে শক্তি ধারণ করে আমরা যেন সামনে এগিয়ে যেতে পারি, বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলায় পরিণত করতে পারি- সেই প্রত্যয় আমাদের নিতে হবে। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় অবদান রাখার আহ্বান জানান তিনি। সভায় ১৫ আগস্টে বঙ্গবন্ধুসহ নিহতদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

তিস্তা খনন শীঘ্রই, ৮ হাজার কোটি টাকার প্রকল্প নেয়া হচ্ছে-

পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক

তিস্তা প্রকল্প পরিদর্শনকালে বক্তব্য রাখছেন পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক

তিস্তা নদী পাড়ের মানুষের দুঃখ লাঘবে খুব শীঘ্রই তিস্তা নদী খনন করতে যাচ্ছে সরকার। এ জন্য ব্যয় হবে প্রায় আট হাজার কোটি টাকা। এতে তিস্তা নদী পাড়ের মানুষের দুঃখ দূর্দশা ঘুচবে। পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক বলেছেন, নদী পাড়ের মানুষের দুঃখ লাঘবে খুব শীঘ্রই তিস্তা নদী খনন করে পানির গতিপথ সৃষ্টি করা হবে, যাতে করে বর্ষা ও শুকনো মৌসুমে সুফল ভোগ করতে পারে এলাকার মানুষ। দ্রুত এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। দেশের বৃহত্তর সেচ প্রকল্প তিস্তা ব্যারেজ পরিদর্শন শেষে নীলফামারী রেস্টহাউজের হলরুমে বাপাউবো এর কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় কালে এ কথা বলেন তিনি। পানি সম্পদ মন্ত্রী বলেন, প্রায় আট হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে তিস্তা ব্যারেজ তিস্তা নদীর নতুন প্রকল্প হাতে নিয়েছে সরকার । এ প্রকল্পের মাধ্যমে তিস্তা নদী নতুন করে সাজানো হবে। তিস্তা পাড়ের মানুষের দুঃখ লাঘব করা হবে। তিস্তা ব্যারেজের অটোমেশন বিষয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, তিস্তা ব্যারেজে ৫২টি গেটের অটোমেশন সুইচের কাজ করেন বুয়েটের ইঞ্জিনিয়ার। এ সময় উপস্থিত ছিলেন, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মাহমুদুল ইসলাম, পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক প্রকৌশলী মোঃ মাহফুজুর রহমান, বাপাউবো উত্তরাঞ্চল জোনের প্রধান প্রকৌশলী জ্যোতি প্রসাদ ঘোষ, পানি উন্নয়ন বোর্ডের ডালিয়া পওর বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী রবিউল ইসলামসহ নীলফামারী ও লালমনিরহাট পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তারা।

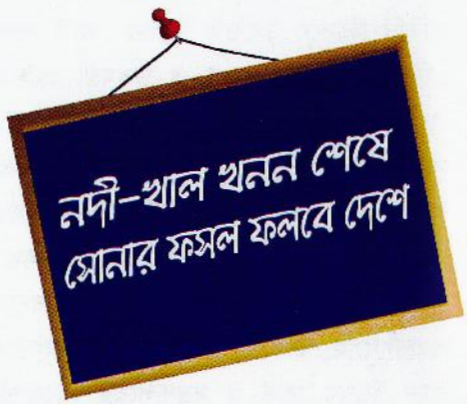

টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতার সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক এমপি

টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক এমপি

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক

গত ১ আগস্ট, ২০১৯খ্রিঃ তারিখে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক এমপি। তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধি সৌধের বেদীতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে এ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পরে তিনি বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের নিহত সদস্যদের রুহের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে ফাতেহা পাঠ ও বিশেষ মোনাজাত করেন। এ সময় তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক প্রকৌশলী মোঃ মাহফুজুর রহমান, গোপালগঞ্জ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী বিশ্বজিৎ বৈদ্য, টুঙ্গিপাড়া পানি উন্নয়ন বোর্ডের উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী মোহাম্মদ ছাদিউল আলম চয়ন, গোপালগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মাহবুব আলী খান, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোঃ ইলিয়াস হোসেন, উপজেলা চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সোলায়মান বিশ্বাস, পৌর মেয়র শেখ আহমেদ হোসেন মির্জাসহ স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

১৫ আগস্ট ২০১৯ তারিখ ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে জাতীয় শোক দিবসে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে বাপাউবোর শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক মোঃ মাহফুজুর রহমান। এ সময় পানি উন্নয়ন বোর্ডের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

লেখা আহবান

পানি সম্পদ, জলবায়ু, পরিবেশ, উ ভাবন ও গবেষণামূলক তথ্যভিত্তিক লেখা, প্রবন্ধ এবং ভ্রমণ বৃত্তান্ত পানি পরিক্রমায় প্রকাশের জন্য ই-মেইল ঠিকানায় প্রেরণের অনুরোধ জানাচ্ছি।

ই-মেইল : dir.publicity@gmail.com

চাঁদপুরের পুরান বাজার নদী ভাঙ্গন কবলিত এলাকা পরিদর্শন করলেন পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী

চাঁদপুর জেলার পুরান বাজার এলাকায় ভাঙ্গন পরিদর্শন করছেন পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক

গত ৭ আগস্ট ২০১৯খ্রিঃ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক চাঁদপুরের পুরান বাজার এলাকায় নদী ভাঙন কবলিত এলাকা পরিদর্শন করেন। এ সময় প্রতিমন্ত্রীকে জানানো হয় উজানের বৃষ্টিপাতের ফলে পানি প্রবাহ বৃদ্ধি পাওয়ায় পুরান বাজার এলাকায় পদ্মা নদীতে আকস্মিক ভাঙন দেখা দেয়। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ইতোমধ্যে ভাঙন প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। প্রতিমন্ত্রী ভাঙন কবলিত এলাকার জনগণের সাথে কথা বলেন এবং তাদের দুঃখ দুর্দশার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনেন। তিনি বলেন, ভাঙন প্রতিরোধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে এবং অচিরেই ভাঙন প্রতিরোধে স্থায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। পরিদর্শনকালে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক প্রকৌশলী মোঃ মাহফুজুর রহমান, প্রধান প্রকৌশলী পূর্বাঞ্চল কুমিল্লা জহির উদ্দিনসহ স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীগণ উপস্থিত ছিলেন। এর আগে গত ৫ আগস্ট ২০১৯খ্রিঃ পরিদর্শনকালে পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ,কে,এম এনামুল হক শামীম বলেন যেকোনো মূল্যে মেঘনার ভাঙন থেকে চাঁদপুরকে রক্ষা করা হবে। ইতোমধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মেগা প্রকল্পের আওতায় চাঁদপুর ও হাইমচর উপজেলা স্থায়ীভাবে রক্ষাকল্পে ১১শ' কোটি টাকার একটি প্রকল্প নেওয়া হয়েছে উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, এই প্রকল্প একনেকে পাস হওয়ার পরে চলতি বছরের মধ্যেই কাজ শুরু করা হবে। পরিদর্শনের সময় মন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক প্রকৌশলী মোঃ মাহফুজুর রহমান, প্রধান প্রকৌশলী (ডিজাইন) মোতাহার হোসেন ও প্রধান প্রকৌশলী পূর্বাঞ্চল কুমিল্লা অঞ্চল জহির উদ্দিন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক সুজিত রায় নন্দী, জেলা প্রশাসক (ভারপ্রাপ্ত) মোঃ শওকত ওসমান।

চাঁদপুর জেলার পুরান বাজার এলাকায় ভাঙ্গন পরিদর্শন করছেন পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম

জাতির পিতার শাহাদাত বার্ষিকীতে কোরআন খতম, আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

১৫ আগস্ট ও জাতীয় শোক দিবস এবং মিলাদ মাহফিলে বক্তব্য রাখছেন পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪ তম শাহাদাত বার্ষিকীতে জাতীয় শোক দিবস পালনের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের উদ্যোগে গত ১৪ আগস্ট, ২০১৯ খ্রিঃ তারিখ বাদ যোহর বোর্ডের মতিঝিলস্থ ওয়াপদা ভবনের সম্মেলন কক্ষে কোরআন খতম, আলোচনা সভা, মিলাদ ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। দোয়া শেষে আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম, এমপি। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক প্রকৌশলী মোঃ মাহফুজুর রহমান। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মাহমুদুল ইসলাম ও বোর্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালকগণসহ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও বাপাউবো'র কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

যশোরে বাপাউবো'র প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব কবির বিন আনোয়ার

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক

প্রকল্প পরিদর্শন করছেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব কবির বিন আনোয়ার

গত ২৭ অক্টোবর, ২০১৯ খ্রিঃ তারিখ, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব কবির বিন আনোয়ার যশোর জেলায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের চলমান উন্নয়নমূলক প্রকল্প পরিদর্শন করেন। তিনি যশোর জেলা সফরকালে ভৈরব নদীর খননকাজ ও সদর উপজেলার মথুরাপুর নামক স্থানে ভৈরব নদীর খনন পরিদর্শন করেন। পানি সম্পদ সচিবকে অবহিত করা হয়ে যে, ভৈরব নদী যশোর জেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ নদী। দীর্ঘদিন খনন না করার ফলে নদীটির তলদেশ ভরাট হয়ে যায়। ফলে যশোর জেলার নিম্নাঞ্চল -বর্ষা মৌসুমে জলাবদ্ধতায় নিমজ্জিত হয়। ভৈরব নদীর জলাবদ্ধতা দূরীকরণের জন্য এই প্রকল্পটি একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের আওতায় ৯৬ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যের ভৈরব নদী খনন, ২০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যের দাইতলা খাল খনন, ৩৩ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যের আপার ভৈরব নদী খনন ও ৫ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যের ৪টি খাল খননের কাজ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। প্রকল্পটি আগামী ২০২১ সালে সমাপ্ত হবে বলে আশা করা যায়। ইতোমধ্যে প্রকল্পের আওতায় ৫২ কিঃমিঃ ভৈরব নদীর খনন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও ২০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে দাইতলা খাল ও ৫ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যের ৪টি খাল খননের কাজ চলমান আছে। পরিদর্শন শেষে তিনি নদীর বাঁধে দুটি ফলজ বৃক্ষের চারা রোপন করেন। তিনি খননকাজ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন, বৃক্ষরোপন ও বাঁধ নির্মানের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করেন এবং খনন কার্যক্রমের সার্বিক অগ্রগতি বিষয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। পরিদর্শনকালে যশোর পওর সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পওর খুলনা সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, যশোর জেলার জেলা প্রশাসক, যশোর পওর বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

উৎপাদন এবং ক্ষমতায়নে ব্লু-গোল্ড প্রোগ্রাম

মোঃ আমিরুল হোসেন
প্রকল্প পরিচালক, ব্লু-গোল্ড প্রোগ্রাম, বাপাউবো

শেষ অংশ

প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সাথে প্রকল্প পরিচালক

ব্লু-গোল্ড প্রোগ্রামের আওতায় কৃষি, মৎস্য, হাঁস, মুরগী, গবাদী পশুপালন এবং সমন্বিত বাজার উন্নয়নে কার্যক্রম চলমান আছে। ফলে এলাকার উৎপাদনশীলতা ও এলাকাবাসীর আয় রোজগার বাড়ছে। সুবিধাভোগীদের সদস্যদের যথাযথ কৃষি, প্রাণীসম্পদ, মৎস্য লালনপালন, খাবার ও ভ্যাকসিন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার মাধ্যমে এসবের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। উপরন্তু এ সদস্যদের সঙ্গে বাপাউবো, কৃষি, মৎস্য প্রাণী-সম্পদ দপ্তরের ভাল একটি নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছে। দলের বাইরের অন্যরাও এ কাজে উৎসাহিত হচ্ছেন। এ-তে যোগ দেওয়ার মাধ্যমে নারীরা আয় ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করে তাদের জীবনযাপন উন্নত ও সহজ করেছে। শুরু থেকেই স্থানীয় পানিব্যবস্থাপনা দলে অন্তত ৩৩ শতাংশ নারী সদস্য আছে, তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রকল্পভূক্ত ৫১১টি পানি ব্যবস্থাপনা দলের সঞ্চয় তহবিলে সাত কোটি টাকার অধিক জমা হয়েছে। এই তহবিল হতে প্রায় ৪০% অর্থ দলীয় সদস্যদের আয় বৃদ্ধিমূলক কাজে স্বল্প সুদে বিতরণ করা হয়েছে। ফলে সদস্যদের আর্থিক সক্ষমতাবৃদ্ধি পেয়েছে এবং এলাকায় এনজিও ভিত্তিক উচ্চ সুদের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেছে। ২০১৩-২০১৭ মেয়াদে দূর অনুধাবন (Remote sensing) বা উপগ্রহ তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে, ব্লু-গোল্ডভূক্ত পোল্ডারসমূহে জলাবদ্ধ এলাকা হ্রাস পেয়ে চাষের এলাকা বৃদ্ধি পেয়েছে, এক ফসলী জমি দুই বা তিন ফসলী জমিতে পরবর্তিত হয়েছে। আর পার্শ্ববর্তী যেসব পোল্ডারে মেরামত বা পুনর্বাসন করার কোন কার্যক্রম নেই, সেসব পোল্ডারে জলাবদ্ধ এলাকা ক্রমাগত বাড়ছে, দুই বা তিন ফসলী উপযুক্ত জমি এক ফসলি জমিতে পরবর্তিত হয়েছে। ব্লু-গোল্ড প্রকল্পভূক্ত পোল্ডারে সমন্বিত কার্যক্রমের ফলে প্রকল্প এলাকায় জলাবদ্ধতা কমেছে ৫৬% এর অধিক, শস্য নিবিড়তা বেড়েছে গড়ে ১৮% (সর্বোচ্চ ৩৪%) এলাকার আয় বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ২৫%। বলা যায় মেরামত, পুনর্বাসন এবং সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পোল্ডারে পানি ও জমির উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায় যে, বাঁধ মেরামত, খাল পুনঃখনন, পানি ব্যস্থাপনা অবকাঠামো পরিচালনা/মেরামত/পুনর্নির্মাণ এবং জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে পোল্ডারে বর্ষায় পানি নিষ্কাশন ও শুকনো মৌসুমে ব্যবহারযোগ্য পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত হয়েছে। জলকাঠামো ব্যবহার করে পোল্ডার অভ্যন্তরে লবণাক্ত পানির প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ এবং খননকৃত খাল এবং অন্যান্য জলাশয়ে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করে পানির সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রাকৃতিক পরিবেশের উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে। প্রাকৃতিক সম্পদ ভিত্তিক উৎপাদন, এলাকার কর্মসংস্থান ও উন্নয়ন তরান্বিত হয়েছে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধির ফলে মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে। ব্যবহারযোগ্য পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রকল্প এলাকায় ফসল এবং অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। সমন্বিত কার্যক্রমের ফলে পরিবেশের উন্নয়নের সাথে সাথে প্রকল্প এলাকায় জীবনযাত্রার মানে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের ফলে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে। সমন্বিত অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে চার জেলার ১৪টি উপজেলার প্রায় দুই লাখ পরিবারের দারিদ্র্য হ্রাসও তাদের খাদ্য নিরাপত্তা উন্নয়নে "ব্লু-গোল্ড প্রোগ্রাম" বিশেষ অবদান রাখছে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাথে সম্পৃক্ত মামলার রায় পক্ষে হওয়ায় অভূতপূর্ব আর্থিক সাফল্য অর্জন

মো: ছাইফুল ইসলাম
উপপরিচালক (আইন বিষয়ক), বাপাউবো, ঢাকা

জীবন ধারণের অপরিহার্য উপাদান হলো পানি। এই পানির সমন্বিত ও টেকসই উন্নয়ন এবং দক্ষ ব্যবস্থাপনাই বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ম্যান্ডেট। এর জন্য বোর্ডের অনুকূলে সম্পদ অর্জন ও অধিকারে আনয়নের আইনগত বিধান রাখা হয়েছে। মূলতঃ সম্পদ থেকেই বিরোধের সৃষ্টি। আর উত্থাপিত বিরোধ নিষ্পত্তির সর্বশেষ আশ্রয়স্থল হলো আদালত। ফলে বোর্ডের পক্ষে বা বিপক্ষে বিচারিক ও আধা-বিচারিক ব্যবস্থায় মামলা রুজুর বিধান আছে। সাধারণত প্রত্যাশি সংস্থা হিসেবে বোর্ডের অনুকূলে অধিগ্রহণকৃত ভূমির জরিপ, অংশীদারী বন্টন, সত্ব-ঘোষণা ও রেকর্ড সংশোধন; ভূমি অবমুক্তকরণ, অধিগ্রহণকৃত ভূমির ক্ষতিপূরণ সম্পর্কিত আরবিট্রেশন, ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের পাওনা সম্পর্কিত বিরোধ নিষ্পত্তি, জনস্বার্থ সম্পর্কিত বিরোধ যেমন: নদী দূষণ রোধ, অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ, নদী হতে অবৈধভাবে বালু ও পাথর উত্তোলন, উপকূলীয় বেড়ী বাঁধ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের ক্ষতিসাধন, অধিগ্রহণকৃত ভূমি, বরোপিট ও জলাশয় ইজারা, উপকূলীয় বেড়ী বাঁধ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধে বনায়ন সম্পর্কিত সমঝোতা এবং বোর্ডের বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ব্যাহতকরণ প্রভৃতি বহুমাত্রিক বিষয়ে মামলাসমূহ দায়ের হয়ে থাকে। এ ছাড়া বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণও সরকার ও বোর্ডের নির্বাহী আদেশে সংক্ষুব্ধ হয়ে বিভিন্ন আদালতে মামলা দায়ের করে থাকেন। বোর্ডের সাথে সম্পৃক্ত মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ এবং সারাদেশের নিম্ন-আদালতসমূহে ৩০ নভেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত বিচরাধীন মামলার সংখ্যা ৪,১০৩টি। তন্মধ্যে আপীল বিভাগে ৩৯টি, হাইকোর্ট বিভাগে ৫৭৫টি এবং নিম্ন-আদালতে ৩৪৮৯টি মামলা বিচারাধীন আছে। আদালত ভেদে এ মামলাসমূহের গতিপ্রকৃতি ও ধরন ভিন্নমাত্রিক। প্রকৃত অর্থে মামলা-মোকদ্দমা একটি জটিল ও চলমান আইনি প্রক্রিয়া। এটি আর্থিক ও প্রশাসনিকভাবে স্পর্শকাতর। এ কারণে মামলা-মোকদ্দমার বিভিন্ন পর্যায়ে যথাসময়ে যথাযথ কৌশল ও পদক্ষেপ গৃহীত না-হলে ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখিন হতে হয়। আবার প্রশাসনিক ভাবমর্যাদাও ক্ষুণ্ন হয়। এ গুরুত্বপূর্ণ কাজটি বোর্ডের পক্ষে সমন্বয় ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে আইন বিভাগ নিয়োজিত রয়েছে।

বোর্ডের স্বার্থসংশ্লিষ্ট মামলা পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত তথ্য পরীক্ষণে দেখা যায় যে গত ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে নিষ্পত্তিকৃত ১২৯টি মামলার মধ্যে ৯৬টি এবং ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে নিষ্পত্তিকৃত ১০৭টি মামলার মধ্যে ৮২টির রায় বোর্ড তথা সরকারের পক্ষে হয়েছে। অর্থাৎ ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে পক্ষে মামলা নিষ্পত্তির হার ৭৪.৪২% এবং ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে তা ৭৯.৪৪% এ উন্নীত হয়েছে। মামলা-মোকদ্দমা পক্ষে নিষ্পত্তির এরূপ প্রবৃদ্ধি অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে। বোর্ডের পক্ষে নিষ্পত্তিকৃত উক্ত মামলাগুলোর মধ্যে আর্থিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মামলার রায় বোর্ডের পক্ষে হওয়ায় মামলার আরজিতে উল্লিখিত দাবি অনুযায়ী ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে কমপক্ষে ১৪৮,৭৭,৫১,৭৭৮/- টাকা এবং ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে কমপক্ষে ৫৬,৮৭,০৯,০৭৪/- টাকা তথা সর্বমোট ২০৫,৬৪,৬০,৮৫২/- (দুইশত পাঁচ কোটি চৌষট্টি লক্ষ ষাট হাজার আটশত বায়ান্ন) টাকা বাদী পক্ষের অনুকূলে পরিশোধের আইনগত বাধ্যবাধকতা থেকে বোর্ড তথা সরকার পরিত্রাণ পেয়েছে। পাশাপাশি ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ১টি রিট পিটিশন ও তা থেকে উদ্ভুত আপীল মামলার রায় বোর্ডের পক্ষে হওয়ায় ১জন বাদীর নিকট থেকে ৫৮,০০,০০০/- (আটান্ন লক্ষ) টাকা এবং ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৫টি রিট পিটিশন ও তা থেকে উদ্ভুত ৫টি আপীল মামলার রায় বোর্ড তথা সরকারের পক্ষে আনীত হওয়ায় ৫জন বাদীর নিকট থেকে ৫,১২,৫৬,৮৩৯/- টাকা তথা বিগত দুই অর্থবছরে সর্বমোট ৫,৭০,৫৬,৮৩৯/- (পাঁচ কোটি সত্তর লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার আটশত উনচল্লিশ) টাকা আদায়পূর্বক বোর্ডের রাজস্ব ব্যাংক হিসাব তথা এসটিডি নং- ৩৬০০০৯৫৯, জনতা ব্যাংক লি:, দিলকুশা কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকায় জমা প্রদান করা হয়েছে।

মামলার রায় পক্ষে এনে বাদীর নিকট থেকে টাকা আদায় একটি জটিল আইনগত ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়া। বোর্ডের ইতিহাসে অভূতপূর্ব এই অর্জন সম্ভব হয়েছে দক্ষতার সাথে আইনগত কূটকৌশলের যথাযথ প্রয়োগ এবং নিরলস ও নির্মোহ শ্রম বিনিয়োগের মাধ্যমে। পাশাপাশি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ মামলার রায় বোর্ডের পক্ষে হওয়ায় গত দুটি অর্থবছরে বাদীপক্ষের অনুকূলে বিপুল পরিমান অর্থ পরিশোধের আইনগত বাধ্যবাধকতা থেকে পরিত্রাণ, বোর্ডের মালিকানাধীন সম্পত্তির আইনগত ও দখলীসত্ব নিশ্চিতকরণ, প্রকল্পকাজ চলমান রাখা, ইজারা চুক্তির আইনগত বৈধতা, বোর্ড প্রদত্ত বিভাগীয় দন্ডের আইনগত ভিত্তি, বদলী আদেশের প্রশাসনিক বৈধতা পাওয়ায় আইনি প্রক্রিয়া শেষে বোর্ডের প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত সমুন্নত হয়েছে। 'বোর্ড শুধু মামলায় হেরে যায়, কোন মামলাই জিততে পারে না'- এই সরল প্রবচন উচ্চারণের আগে সাম্প্রতিক সময়ে বোর্ডের পক্ষে মামলা নিষ্পত্তির উচ্চহার এবং মামলার রায় হতে অর্জিত প্রশাসনিক ও অভূতপূর্ব আর্থিক সাফল্যের বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়া সমীচীন। এতে করে আইন বিভাগের দাপ্তরিক কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ বিশেষ করে যে কর্মকর্তার পেশাগত নিষ্ঠা, নিরলস ও নির্মোহ শ্রম, সময়োচিত আইনি কৌশল, সরকারি রাজস্ব আদায়ে প্রতিশ্রুতি এবং দক্ষ নেতৃত্বে এ ধরণের আর্থিক সাফল্য অর্জিত হয়েছে তিনি হয়তো কিছুটা হলেও মানসিক প্রণোদনা পেতে পারেন।

নড়িয়ায় নদী ভাঙ্গন কবলিত এলাকা পরিদর্শন করলেন পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী

ভাঙ্গন কবলিত এলাকা পরিদর্শন করছেন পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক ও উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক

গত ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক, এম পি, উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম, এম পি, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক প্রকৌশলী মোঃ মাহফুজুর রহমান, বোর্ডের পশ্চিমাঞ্চল জোনের প্রধান প্রকৌশলী এ কে এম ওয়াহেদ উদ্দিন চৌধুরী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী আব্দুল হেকিম ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ শরীয়তপুর জেলার নড়িয়ার পদ্মা নদীর ডান তীর রক্ষা বাঁধ ও ভাঙ্গন কবলিত এলাকা পরিদর্শন করেন। নদী ভাঙ্গন কবলিত এলাকা পরিদর্শনকালে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী নড়িয়ার সাধুর বাজার এলাকায় স্থানীয় জনসাধারণের সাথে মতবিনিময় করেন। এসময় তাঁরা বলেন, নদী ভাঙ্গন রোধে সরকারের পক্ষ থেকে সব ধরনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। আমরা ভাঙ্গন রোধ না করা পর্যন্ত নদীভাঙ্গন কবলিত অসহায় মানুষের পাশে থাকব। দ্রুত ভাঙ্গন প্রতিরোধে আমাদের পর্যাপ্ত প্রস্তুতি রয়েছে। নদীভাঙ্গন মোকাবেলা করে মানুষের সহায়-সম্পদ রক্ষায় সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মন্ত্রীগণ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকৌশলীগণকে নির্দেশ প্রদান করেন।

জাতীয় শোক দিবসে পানি সম্পদ সচিবের শ্রদ্ধা নিবেদন

১৫ আগস্ট ২০১৯ তারিখ ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর প্রকৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব **কবির বিন আনোয়ার**। এ সময় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

জনসংযোগ পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত

সম্পাদক : মুন্সী এনামুল হক, পরিচালক, জনসংযোগ পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
নির্বাহী সম্পাদক : এস, এম, হুমায়ূন কবীর, উপ-পরিচালক, জনসংযোগ পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
চিত্র গ্রহণ: মো: মনিরুজ্জামান, ফটোগ্রাফার, জনসংযোগ পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
ফোন : ৮৮-০২-৯৫১২০৩০, ইমেইল : dir.publicity@gmail.com, ওয়েবসাইট- www.bwdb.gov.bd